ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 19 1993 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২ ......

এইচএসসি পরীক্ষার ফল ঘোষণা নিয়ে হঠকারী সিদ্ধান্ত

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা দিয়েছিল যে, আজ ১৯ আগস্টই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করবে। পরে অবশ্য ২৬ আগস্ট নতুন তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। পত্রিকার খবরে জানা যায় বোর্ডের চেয়ারম্যান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯ আগস্ট ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বাধীন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের ফল প্রকাশে দেশবাসী খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে। এমন একটি প্রতারণামূলক ফল ঘোষণার পরপরই শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কিংবা চেয়ারম্যানদের সঙ্গে আলাপ না করেই কিভাবে ১৯ আগস্ট ফল ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করে তা আমরা ভেবে পাই না। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নাকি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৬০ দিনে ফল ঘোষণার ক্রেডিট নিতে চান প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

আসলে বিষয়টি কি তাই? পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী ও তাদের গার্ডিয়ানদের জীবন-মরণ স্বার্থ জড়িত। ফল প্রকাশের জন্য উত্তরপত্রের পরীক্ষকরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। উত্তরপত্র পরীক্ষার জন্য পরীক্ষকদের সময়ের প্রয়োজন। সচিবালয়ের দায়-দায়িত্বহীন ফাইল ওয়ার্কসের সঙ্গে উত্তরপত্রে নাম্বার বসানোকে তুলনা করা যাবে না।

আমরা লক্ষ্য করে থাকি, এইচএসসির ফল প্রকাশের পর বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা উচ্চতর ক্লাসে ভর্তি হতে ছাত্রছাত্রীদের প্রায় এক বছর অপেক্ষা করতে হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় খুবই প্রশংসনীয় কাজ করতেন যদি এইচএসসির ফল প্রকাশের দুএক মাসের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর ক্লাসে ভর্তির সুযোগ করে দিতেন অথবা সেশনজটের ভোগান্তি থেকে ছাত্রছাত্রীদের রেহাই দিতে পারতেন। কিন্তু সেসব না করে ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশের এমন মাস্তানি এডভেঞ্চারিজম শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের মাথায় আসলো কেন তা বোধগম্য নয়।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এবার ফল প্রকাশে অনেক অনিয়ম থাকবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ অনিয়ম মানুষের চোখে পড়ে না। দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যদি জবাবদিহিতা বলে কিছু থাকতো তাহলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কতোজন কর্মকর্তা বা কর্মচারী জনগণের রুদ্ররোষ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতো তা সত্যিই দেখার বিষয় হতো। নিঃসন্দেহে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফল প্রকাশের এমনি এক আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে শিক্ষাবোর্ডগুলোকে অনেক হঠকারীতার আশ্রয় নিতে হবে। প্রয়োজনীয় সময়ের অভাবের কারণে পরীক্ষকদের বেহুদা মার্কিং করতে হবে। কম্পিউটারে ফল প্রকাশে ভুলত্রুটি দেখা দেবে।

আমাদের প্রশ্ন, এ ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ৬০ দিনে ফল প্রকাশের ক্রেডিট নেয়া? নাকি সরকারকে ডিসক্রেডিট করা? মনে রাখতে হবে আমলারা কোনো দল সমর্থন করে না, এরা সুযোগ শিকারির দল।

সবশেষে দেশের স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জবাব দিহিতার আওতায় আসতে জোর দাবি জানাচ্ছি। তড়িঘড়ি করে পরীক্ষার ফল প্রকাশের হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সকলের প্রতিবাদ জানানো উচিত বলে আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি। শিক্ষাবোর্ডগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

জনৈক প্রধান পরীক্ষক
ঢাকা।